Workshop on “SME Financing for Women Entrepreneurs”

তারিখ ঃ ০৭/১২/২০০৯
সময় ঃ সকাল ১০ঃ০০
স্থান ঃ বিবিটিএ

- সাম্প্রতিককালে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (এসএমই)-কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম এজেন্ডা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে । কেননা, এ শ্রমঘন খাতটি জাতীয় আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য নির্মূল ও চলমান বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে উঠার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম । সঙ্গতকারণে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে সরকার দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কৌশলের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করছে ।

- সারা বিশ্বে Entrepreneurship আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতির অন্যতম অপরিহার্য উপায় হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে । বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে যেখানে উচ্চ বেতনের শ্রমিক নেই বললেই চলে সেখানে Entrepreneurship-ই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দারিদ্র্য দূরীকরণের একমাত্র উপায় হতে পারে ।

- বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশই নারী । জনসংখ্যার এ কাঠামোর কারণে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্যে অর্থনীতির মূল স্রোতে নারীদের অংশগ্রহণ একান্তভাবেই অপরিহার্য । দেশের দারিদ্র্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথেও বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । কিন্তু, প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক খাতে নারীদের অংশগ্রহণের মাত্রা এখনও অপ্রতুল এবং নারী উদ্যোক্তাদের হার পুরুষদের তুলনায় এখনও অনেক কম। অর্থনীতির মূলস্রোতে নারীর অংশগ্রহণে বেশ কিছু বাঁধা বিরাজমান রয়েছে । অথচ, আমাদের নারী সমাজের নিষ্ঠা, অভিনিবেশ, উদ্ভাবন শক্তি ও শ্রম নিপুণতা আমাদেরকে বিস্মিত করে । বিশেষ করে মাইক্রো ক্রেডিট কার্যক্রম ও পোশাক শিল্পে নারীদের অব্যাহত অংশগ্রহণ শিল্পায়নে প্রভূত ভূমিকা রাখছে । একইভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতি বদলে দিতে নারী উদ্যোক্তাদেরকে এসএমই খাতে অধিকতর অংশগ্রহণ অপরিহার্য ।

- আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডে কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (এসএমই) মতো এযাবত বাজার ব্যবস্থার অপ্রতুল নজর পাওয়া খাতগুলোর ঋণ প্রয়োজনের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়া হচ্ছে । এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্য প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি (inclusiveness) বিস্তৃতকরণ বিশেষ করে, ঋণ ও সেবাসমূহের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি, আয় বৈষম্য হ্রাসের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবণতা (migration) রোধ করা, অনগ্রসর এলাকায় সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় প্রবৃদ্ধির পরিমাণগত মাত্রার সাথে গুণগত মাত্রাও উন্নততর করা ।

- ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে (এসএমই) নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে সহজশর্তে অধিক প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ ও ব্যাংকসমূহের জন্যে অনুসরণীয় নীতিমালা জারি করেছে । যেমন-

  ক) দেশের শিল্প উন্নয়নকে সুষম ও সংগঠিত করার লক্ষ্যে এসএমই খাতে মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্যে সহজ শর্তে অধিকতর প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের সমুদয় অর্থের ন্যূনতম ১৫% বরাদ্দ রাখা হয়েছে ।

খ) এ ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে ব্যাংক রেট + ৫% অর্থাৎ ১০% সুদ হার প্রযোজ্য হবে ।

গ) ক্ষুদ্র ও মাঝারি মহিলা উদ্যোক্তাদের সকল ধরনের ঋণ আবেদনপত্রগুলো ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করবে ।

ঘ) প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে আবশ্যিকভাবে "Women Entrepreneurs dedicated desk" স্থাপন করে নিয়োগকৃত জনবলকে এসএমই খাতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সম্ভব হলে নারী কর্মকর্তাদেরকে ডেডিকেটেড ডেস্কে নিয়োগ করতে হবে ।

ঙ) "Women Entrepreneurs dedicated desk" কর্তৃক নারী উদ্যোক্তাদের প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও ঋণ আবেদন প্রক্রিয়াসহ ব্যাংকিং সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চ) প্রকৃত নারী উদ্যোক্তা চিহ্নিত করার জন্য বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)/ এসএমই ফাউন্ডেশন এবং অন্যান্য নারী পেশাজীবী সংগঠনের সহযোগিতা গ্রহণের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে ।

ছ) এসএমই ফাউন্ডেশন এবং অর্থায়নকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নারী উদ্যোক্তাদের সুবিধাদির বিষয়ে সকল প্রকার প্রচার মাধ্যমে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।

জ) পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের বিপরীতে ঋণগ্রহীতা নারী হলে বা ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় সংখ্যাগরিষ্ঠ উদ্যোক্তা নারী হলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জামানতের বিপরীতে সর্বোচ্চ ২৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করতে পারবে ।

ঝ) অর্থায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নির্বাচিত শাখাসমূহে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ পরামর্শ ও সেবাকেন্দ্র স্থাপন করবে এবং নারী উদ্যোক্তাদের সাথে সেবা-বান্ধব আচরণ নিশ্চিত করবে।

ঞ) এসএমই গ্রাহকদের অধিকতর সুবিধা প্রদানে এ পর্যন্ত ২০০টি এসএমই সার্ভিস সেন্টার খোলার জন্য লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে যার মধ্যে ১৫০টি সার্ভিস সেন্টার ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে । উল্লেখ্য, এসএমই ও কৃষির ন্যায় অর্থনীতির অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতের অর্থায়নে ব্যাংকসমূহকে অধিকতর সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ২০১০ সাল থেকে "এসএমই সার্ভিস সেন্টার" এর পরিবর্তে "এসএমই/কৃষি শাখা" নামে লাইসেন্স ইস্যু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ।

- তথ্য বিশ্লেষণকালে পরিলক্ষিত হয় যে, এসএমই খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত বাংলাদেশ ব্যাংক ফান্ড, আইডিএ ফান্ড ও এডিবি ফান্ড হতে সুলভে অর্থাৎ পুনঃঅর্থায়ন স্কীমে এ পর্যন্ত নারী উদ্যোক্তাগণকে ৪৯৮টি প্রকল্পে ৩৫.৪৩ কোটি টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে যা তাদের জন্যে বরাদ্দকৃত ঋণের (১২০ কোটি টাকা) ৩০% । অর্থাৎ মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্যে বরাদ্দকৃত তহবিলের সিংহভাগই অব্যবহৃত রয়ে গেছে । তাদের আরো বেশি অর্থ কি করে দেয়া যায় সে বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বিচার বিশ্লেষণ শুরু করেছে ।

- নারী উদ্যোক্তাগণ এবং সামগ্রিকভাবে এসএমই খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক সাম্প্রতিক সময়ে আরো বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছে । যেমনঃ ব্যাংক শাখাসমূহে SME help desk-এ নারী কর্মকর্তা নিয়োগ; যাতে নারী উদ্যোক্তাগণ আরো সাবলীলভাবে ঋণসেবা পেতে পারেন। এছাড়া, এ শিল্পের জন্য সহায়ক নতুন প্রোডাক্ট উদ্ভাবন এবং অঞ্চলভিত্তিক (Area Approach) ঋণ প্রদানের উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। আমাদেরকে স্বীকার করতেই হবে যে, মহিলা উদ্যোক্তাগণসহ সামগ্রিকভাবে দেশে একটি সৃজনশীল উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে তোলা, তাদের দক্ষতার বিকাশে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে আমাদের দুর্বলতা রয়েছে । আমি আশা করি আজকের এ ওয়ার্কশপ কিছুটা হলেও আমার সামনে উপবিষ্ট সৃজনশীল নারী উদ্যোক্তাগণের দক্ষতা উন্নয়নে সবিশেষ ভূমিকা রাখবে ।

সবাইকে নিরন্তর শুভেচ্ছা ।